# আমি ব্যালাড অফ এ সোলজার দেখেছি!

আনিসুর রহমান

দেশ স্বাধীন হবার পরপর বেশ কিছু রুশ ছবি এসেছিল বাংলাদেশে। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। ছবি দেখতাম কালে-ভদ্রে। সে সময় লিবারেশন নামে একটা ছবির কয়েকটি পর্ব দেখেছিলাম। আজো ভুলতে পারিনা সেই অভিজ্ঞতা! রাজশাহীতে তখন একটা নতুন সিনেমা হল তৈরি হয়েছে - বর্ণালী। ৭০ মিলি মিটার ফিল্ম এর বিশাল পর্দায় ছবি দেখার অভিজ্ঞতা আমার সেই প্রথম। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্মুখ সমর স্বচক্ষে দেখেননি লিবারেশন ছবিটি দেখে তাদের মত আমারও মনে হয়েছিল – হ্যাঁ, এ ভাবেই দেশ স্বাধীন করতে হয়। বাড়িতে, স্কুলে, খেলার মাঠে তখন শুধু লিবারেশন এর গল্প। লিবারেশন এর নেশায় আমি যখন বুদ হয়ে আছি - এমন সময়, একদিন সহপাঠী জগলু বললো – ব্যালাড অফ এ সোলজার দেখেছিস?

জগলু'র কাছে দুনিয়ার সব খবর থাকতো। সিনেমা, রাজনীতি, পত্র-মিতালী, ঐ বয়সের ছেলেদের আরো যেসব বিষয়ে কৌতূহল থাকে - সবকিছু। জিজ্ঞেস করলাম – কেমন ছবি? বললো, খুব ভালো, দারুণ। লিবারেশন এর চেয়ে ভাল ছবি সম্ভব! আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ওর কথা অবিশ্বাস করি কি করে! ও ছিল আমাদের ক্লাসের ইন্দ্র আর আমরা সবাই শ্রীকান্ত। সে সময় ওর রগরগে বানানো গল্পও আমরা গোগ্রাসে গিলতাম!

ছবিটি আর দেখা হয়নি। এরপর অনেক দিন কেটে গেছে - পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় অনেক জল গড়িয়েছে কিন্তু ব্যালাড অফ এ সোলজার না দেখার দুঃখটা কেন জানি দূর হয়নি আমার। আজ ৪০ বছর পর, ইন্টারনেটের যুগে এসে হঠাৎ মনে হল দেখিনা একটু সার্চ করে। পেয়ে গেলাম! দেখলাম! ১৯৫৯ সালে রুশ ভাষায় নির্মিত সাদা-কালো ছবি। ইংরেজি সাব-টাইটেল আছে বলে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ছবিটি কেমন লেগেছে তা এক কথায় বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ছবিটি দেখলে কি বলতেন? আমারও তেমনি কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করছে – কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি শুধু বলতে পারি – জগলু, আমি ছবিটা দেখেছি।

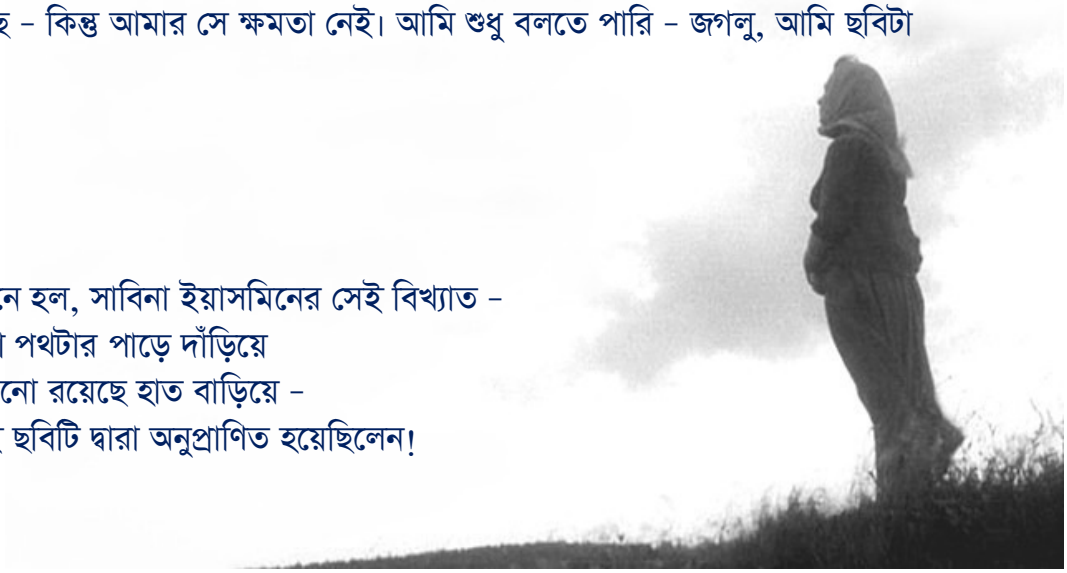

পুনশ্চ:

ছবিটা দেখতে দেখতে মনে হল, সাবিনা ইয়াসমিনের সেই বিখ্যাত –
রেল লাইনের ধারে মেঠো পথটার পাড়ে দাঁড়িয়ে
এক মধ্য বয়সী নারী এখনো রয়েছে হাত বাড়িয়ে –
গানটির গীতিকার কী এই ছবিটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন!